# মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ৪৬৩২

পর্ব-২৫: শিষ্টাচার (كتاب الآداب)

পরিচ্ছেদঃ ১. প্রথম অনুচ্ছেদ - সালাম

## بَابُ السَّلَامِ

আরবী

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ»

বাংলা

৪৬৩২-[৫] উক্ত রাবী [আবূ হুরায়রা (রাঃ)] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আরোহী ব্যক্তি পায়ে হেঁটে চলা ব্যক্তিকে সালাম দেবে এবং পদব্রজে গমনকারী উপবিষ্টমান ব্যক্তিকে সালাম দেবে এবং অল্পসংখ্যক লোক বেশি সংখ্যক লোককে সালাম দেবে। (বুখারী ও মুসলিম)[1]

ফুটনোট

[1] সহীহ : বুখারী ৬২৩২, ৬২৩৩; মুসলিম (২১৬০)-১, আহমাদ ১০৬২৪, তিরমিযী ২৭০৩, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১১৪৫, আবূ দাঊদ ৫১৯৯, সহীহুল জামি' ৮০৮৯, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২৭০৪, সহীহ আদাবুল মুফরাদ ৭৬৯, মালিক ৩৫২৪, মুসান্নাফ 'আবদুর রাযযাক ১৯৪৪৩, ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৫৮৬৯, শু'আবুল ঈ'মান ৮৮৬২, দারিমী ২৬৩৪, 'বায়হাক্বী'র কুবরা ১৯১৮৯।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যাঃ ন্যূনতম সালাম হলো ''আসসালা-মু 'আলায়কুম''। যদি মুসলিম ব্যক্তি একজন হয় তাহলে এর স্বল্পতর সালাম হলো ''আসসালা-মু 'আলায়কা''। তবে ''আসসালা-মু 'আলায়কুম'' বলা উত্তম। কারণ সালাম যেন তাকে ও দু' মালাক (ফেরেশতা)-কে শামিল করে। এর চাইতে অধিকপূর্ণ সালাম হলো এর সাথে ''ওয়া রহমাতুল্ল-হি ওয়া বারাকা-তুহ'' বৃদ্ধি করা।

ছোটরা বড়দেরকে, গমনকারী উপবিষ্টদেরকে, আরোহী হেঁটে চলা ব্যক্তিকে, কম সংখ্যক লোক বেশি সংখ্যক লোককে সালাম দেয়া মুস্তাহাব। তবে এর বিপরীত করলেও জায়িয আছে। রবং যে আগে সালাম দিবে সে

অহঙ্কারমুক্ত বলে গণ্য হবে।

হাফিয ইবনু হাজার ‘আসকালানী (রহিমাহুল্লাহ) ফাতহুল বারীতে বলেনঃ ‘আলিমগণ শারী‘আতে সালাম প্রদানকারীদের ব্যাপারে হিকমাত নিয়ে আলোচনা করেন। যেমন- ইবনু বাত্ত্বল মুহাল্লাব থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেনঃ বড়দের হক থাকার দরুন ছোটরা তাদেরকে সালাম প্রদান করবে। কারণ সে বড়কে সম্মান করবে ও নমনীয় হবে। কম সংখ্যক লোক বেশি সংখ্যক লোকেকেদেকে সালাম প্রদান করবে। কারণ তাদের হক অধিক বড়। বাড়িওয়ালাদের নিকট প্রবেশকারী অনুমতি চাওয়ার জন্য সালাম প্রদান করবে। আরোহী সালাম প্রদান করবে যাতে সে আরোহণ করার কারণে গর্ববোধ না করে। ফলে সে বিনয়তা প্রদর্শন করতে পারে। ইবনুল ‘আরাবী বলেনঃ হাদীসের মর্মার্থ হলো, অবশ্যই যার ওপরে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে, সে এমন শ্রেণীর যে, সে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির ওপরে প্রাধান্য পায়।

মাযূরী বলেনঃ আরোহী ব্যক্তি সালাম প্রদান করবে। কারণ পায়ে হেঁটে চলা ব্যক্তির ওপরে তার শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। সেজন্য পদাচারী ব্যক্তির পরিবর্তে আরোহী ব্যক্তি গর্ব থেকে সতর্ক থাকার উদ্দেশে সালাম প্রদান করবে। যাতে সে দু’টি ফাযীলাতের অধিকারী হতে পারে। আর পদব্রজে গমনকারী সালাম প্রদান করবে। এতে উপবিষ্ট ব্যক্তি তার অনিষ্টতার আশংকা করে না। বিশেষতঃ আরোহী ব্যক্তি সালাম দিলে সে নিরাপদ হয়ে যায় এবং সে তাকে ভালোবাসে। উপরন্তু গমনকারীদের সংখ্যা বেশি হওয়ায় তাদেরকে সালাম দেয়া বসে থাকা ব্যক্তিদের নিকট কঠিন। সেহেতু তাদের ওপর থেকে সালাম প্রদানের হুকুম রহিত হয়ে যায়। কিন্তু গমনকারীদের নিকট তা কঠিন নয়। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৭ম খন্ড, হাঃ ২৭০৩)

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি  বর্ণনাকারীঃ আবূ হুরায়রা (রাঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=75356

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন